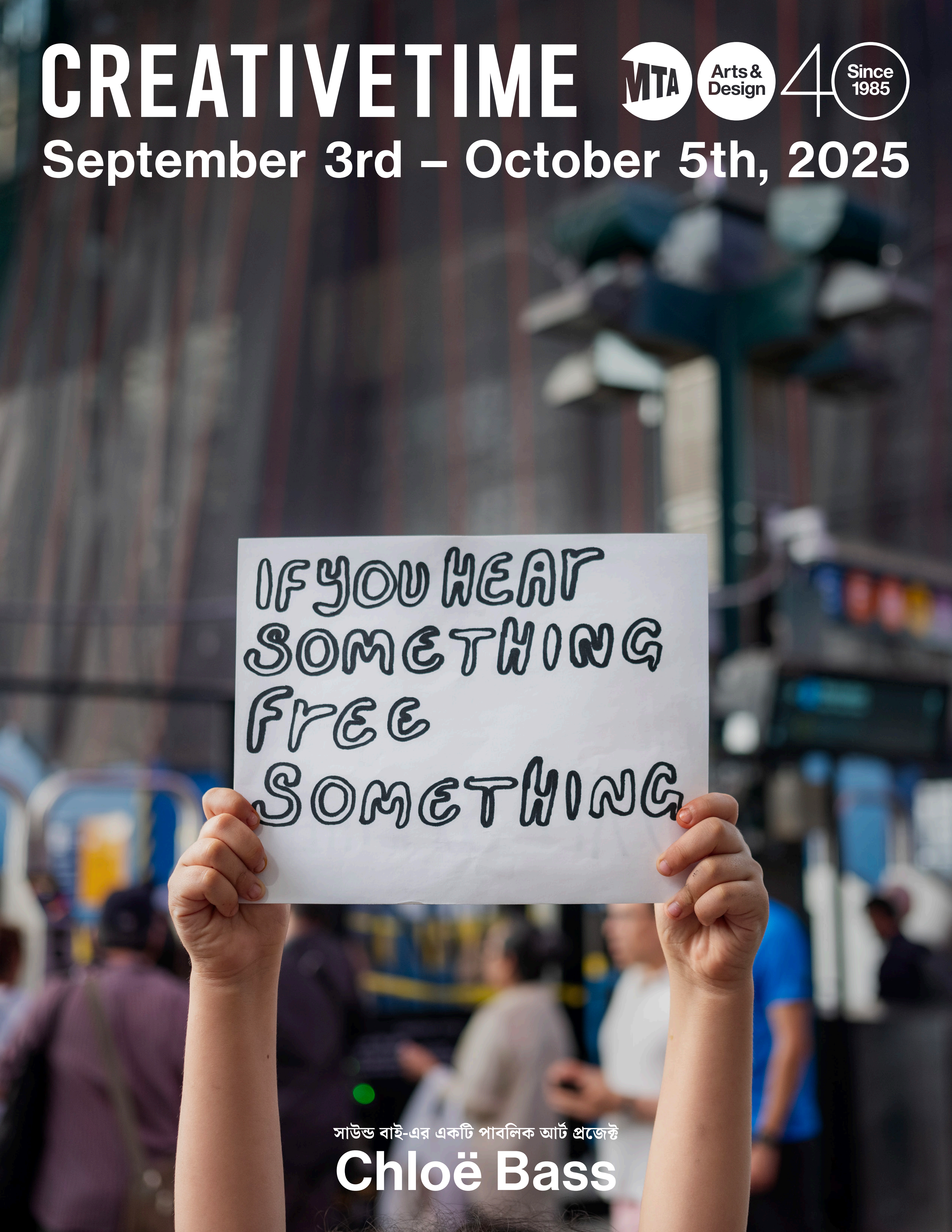

CREATIVETIME
MTA
Arts & Design
40
Since 1985
September 3rd – October 5th, 2025
IF YOU HEAR
SOMETHING
FREE
SOMETHING
সাউন্ড বাই-এর একটি পাবলিক আর্ট প্রজেক্ট
Chloë Bass

প্রকল্পরে ববিরণ

আমরা যখন গণপরিবহনে চড়ি, তখন আমাদের কানে কী ভেসে আসে? কে আমাদের সঙ্গে কথা বলছে, কী করতে বলছে বা আমাদের কাছে কী চাচ্ছে?

শিল্পী ক্লোই বাস তাঁর প্রথম শব্দকর্ম (সাউন্ড ওয়ার্ক)- যদি কিছু শুনতে পাও/কিছু মুক্ত করে দাও, নিয়ে হাজির হন যা ক্রিয়েটিভ টাইম (সৃজনকাল) ও এমটিএ আর্টস অ্যান্ড ডিজাইন-এর সহযোগিতায় একটি সর্বজনীন শিল্প প্রকল্প হিসেবে উপস্থাপিত হয়। এমটিএ (MTA) প্রতিদিন নিউইয়র্ক সিটির লাখো বাসিন্দাকে সেবা প্রদান করে, যা শহরটির প্রতিটি এলাকা ও সামাজিক সীমারেখাকে ছুঁয়ে যায়। এটি নিউইয়র্কের সকল শ্রেণির মানুষের মিলনস্থল। একটি- বিশাল কিন্তু ক্ষণস্থায়ী শিল্পকর্মের মাধ্যমে, ক্লোই বাস নিউইয়র্ক সিটি ট্রানজিটের পিএ (PA) সিস্টেমে ২৪টি কাব্যিক ঘোষণার একটি ধারা প্রচার করেন, যা নিত্যদিনের যত্ন বা সহায়তার একটি অভ্যাস গড়ে তোলে এবং সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে প্রচলিত ঘোষণার স্বাভাবিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভাবিয়ে তোলে।

ঘোষণাগুলি– ইংরেজি, স্প্যানিশ, আরবি, বাংলা, হাইতিয়ান-ক্রেওল, ম্যান্ডারিন এবং এএসএল (ASL) ভাষায় ২০২৫ সালের ৩ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ অক্টোবর পর্যন্ত নির্ধারিত স্টেশনগুলোতে মাঝেমধ্যে প্রচারিত হবে। প্রতিটি ঘোষণা শুরু হয় একটি বিশেষ সতর্কতা শব্দ (সাউন্ড) দিয়ে, যা শিল্পী ক্লোই বাস শিল্পী জেরেমি তৌসেন্ট-ব্যাপটিস্টের সাথে সহযোগিতায় প্রস্তুত (ডিজাইন) করেছেন, এবং যেটি শেষ হয় কতগুলো সম্মিলিত কণ্ঠস্বরের একটি উদ্দীপনা জাগানিয়া সুর দিয়ে– যদি কিছু শুনতে পাও, কিছু মুক্ত করে দাও।

শহরের শব্দ-পরিবেশ (সাউন্ডস্কেপ) বাসিন্দাদের জীবনমানকে প্রভাবিত করে। শব্দ মানুষের স্নায়ুতন্ত্র নিয়ন্ত্রণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে - ইতিবাচক ও নেতিবাচক দু'ভাবেই। শব্দের গুণগত মান মানুষের মধ্যে অভিন্ন অভিজ্ঞতায় অংশ নেওয়ার ইচ্ছা এবং অপরিচিতদের সাহায্য করার মনোভাবের উপর সরাসরি প্রভাব ফেলে। শিষ্টাচারের গণ্ডি পেরিয়ে প্রকৃত সংযোগ স্থাপনের জন্য, শিল্পী বাস দুটি সাম্প্রতিক প্রচারণা স্লোগানকে সচেতনভাবে ব্যবহার করেছেন: "যদি কিছু দেখতে পাও, কিছু বলে যাও®" এবং "শিষ্টাচার গুরুত্বপূর্ণ"। কীভাবে আমরা প্রকাশ্য জনাকীর্ণ স্থানে আমাদের অন্তর্নিহিত আবেগময় জীবনকে ফিরিয়ে আনতে পারি?

এই অভিন্ন জায়গাগুলোতে পরস্পরের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা কী?

যদি কিছু শুনতে পাও, কিছু মুক্ত করে দাও- প্রকল্পের প্রস্তুতিপর্বে শিল্পী বাস একাধিক ফোকাস গ্রুপ গঠন করেছিলেন যেখানে পরিবহন ব্যবহারকারীদের একটি বৈচিত্র্যময় সমন্বয় (কিশোর-কিশোরী, প্রাপ্তবয়স্ক ও পরিবহন কর্মী) এবং এমটিএ কর্মীরা একত্রে আলোচনা করেন যে- কোন ধরনের শব্দ ও গল্প আমাদের পরিচিত কোনো জায়গায় ডাকতে পারে, বা আমাদেরকে স্বস্তির জগতে নিয়ে যেতে পারে। এই আলোচনা থেকে বেরিয়ে আসা ঘোষণাগুলো পেশাদার শিল্পী থেকে শুরু করে সাধারণ নিউইয়র্কবাসীদের কণ্ঠে ধারণ (রেকর্ড) করা হয়েছে, এমনকি যার মধ্যে ক্লোই বাস নিজেও রয়েছেন।

যদি কিছু শুনতে পাও, কিছু মুক্ত করে দাও- এই বার্তাটি এমটিএ (MTA)'র দীর্ঘ ইতিহাসের দিকেই নির্দেশ করে যেটি সর্বজনীন ঘোষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করে আসছে - এটি এমন ব্যবস্থা যা আইন ও নীতিকে বাসিন্দাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রবেশ করায়। স্নায়ুযুদ্ধের চরম উদ্বেগময় মুহূর্তগুলোতে, ভূরাজনৈতিক হুমকি সম্পর্কে নাগরিকদের সতর্ক করতে জরুরি সম্প্রচার ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছিল। ৯/১১-এর পরবর্তী সময়ে, জনসাধারণকে তাদের প্রতিবেশী ও আশপাশের পরিবেশ সম্পর্কে সতর্ক থাকতে নতুন প্রচারণা চালু করা হয়েছিল। আমরা যখন যানবাহনে চড়ি, তখন আমাদেরকে কিছু দেখলে তা বলতে বলা হয়, পুলিশ উপস্থিতি আছে এমন স্টেশনগুলো খেয়াল করতে বলা হয়, যাদের প্রয়োজনটা বেশি তাদের জন্য আসন ছেড়ে দিতে বলা হয়, এবং সেবা-বদল সম্পর্কে কন্ডাক্টরের ঘোষণা শুনতে বলা হয়। সচেতনভাবে এগুলো সম্পর্কে জানা থাকুক বা না-ই থাকুক, এই বার্তাগুলোই পরস্পরের প্রতি আমাদের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে।

CREATIVETIME MTA Arts & Design 40 Since 1985

প্‌রকল্‌পরে ববিরণ

শিল্পী বাসের লক্ষ্য হলো ভয় ও অবিশ্বাসের ক্রমবর্ধমান অনুভূতির আবহকে ভাঙা, এবং তার পরিবর্তে চমক, ভাবনা, হালকা রসিকতা ও সম্পর্কের মুহূর্ত সৃষ্টি করা। যদি কিছু শুনতে পাও, কিছু মুক্ত করে দাও- প্রকল্পটি নজরদারির সংস্কৃতি দূর করতে, ক্ষতি বা মানসিক চাপের প্রতি আমাদের দ্রুত প্রতিক্রিয়ায় পরিবর্তন আনতে, পরস্পরের প্রতি দায়বদ্ধতা গড়ে তুলতে এবং দৈনন্দিন জীবনকে বৃহত্তর আঙ্গিনার সাথে যুক্ত করতে আশাবাদী। লক্ষ লক্ষ অচেনা মানুষের এই শহরে, এই শিল্পকর্ম অপরিচিতদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি এবং প্রতিবেশীদের মধ্যে পারস্পরিক সচেতনতা জাগিয়ে তুলতে উৎসাহিত করে।

ক্লোই বাস একজন বহুমুখী শিল্পী যার শিল্পচর্চার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে পারফরম্যান্স, কথোপকথন, পরিস্থিতিনির্ভর শিল্প, প্রকাশনা ও স্থাপনশিল্প (ইনস্টলেশন)। তার কাজ দৈনন্দিন জীবনকে গভীর গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করে, যা আন্তরিকতার মাত্রা নিয়ে আলোচনা করে: যেখানে গোষ্ঠীর আকার বৃদ্ধির সাথে সাথে সম্পর্কের ধরণগুলো টিকে থাকে বা ভেঙে পড়ে। ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে ক্রিয়েটিভ টাইম (সৃজনকাল)- নিউইয়র্ক সিটি জুড়ে, সমগ্র দেশে, বিশ্বব্যাপী এবং এমনকি পৃথিবীর গণ্ডি পেরিয়ে হাজারো শিল্পীদের সঙ্গে নিয়ে অসাধারণ গণশিল্প (পাবলিক আর্ট) প্রকল্প কমিশন ও উপস্থাপন করে এসেছে। ক্রিয়েটিভ টাইম (সৃজনকাল)- এর কাজ পরিচালিত হয় তিনটি মৌলিক মূল্যবোধ দ্বারা: শিল্প গুরুত্বপূর্ণ, সমাজ গঠনে শিল্পীদের কণ্ঠস্বর অপরিহার্য, এবং জনসমাগমের জায়গাগুলো সৃজনশীলতা ও অবাধ মতচর্চার ক্ষেত্র। যদি কিছু শুনতে পাও, কিছু মুক্ত করে দাও- হলো এমন একটি প্রকল্প যেখানে প্রথমবারের মতো এমটিএ’র সর্বজনীন ঘোষণা ব্যবস্থাকে (পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম) শিল্পের জন্য ব্যবহার করা হবে।

Manhattan

- Fulton St (4 5)
- 14 St-Union Sq (4 5 6)
- 42 St-Bryant Pk/ 5 Av (7)
- Grand Central-42 St (S)
- 163 St-Amsterdam Av (A C)

Queens

- Court Sq (7,G)
- 74 St-Broadway (7)
- Mets-Willets Point (7)

Brooklyn

- Clinton-Washington Avs (G)
- Fort Hamilton Pkwy (F,G)
- York St (F)
- Atlantic Av-Barclays Ctr (2,3,4,5)

Bronx

- 167 St (B,D)
- Westchester Sq-E Tremont Av (6)

আন্দোলন ১ | পূর্বাবর্তন

আমরা যা শুনি, তা আমাদের অনুভূতিকে বদলে দেয়। আমাদের অনুভূতি আমাদের আচরণ বদলে দেয়।

আর আমাদের আচরণে রচিত হয় চারপাশের দুনিয়া, এমনকি ক্ষণিকের জন্য হলেও।

যদি কিছু শুনতে পাও, কিছু মুক্ত করে দাও।

ভাবো, সেই জায়গাটির কথা যেখানে তুমি সবচেয়ে বেশি স্বস্তি অনুভব করো। এই স্থানটি হয়তো তা নয়,

তবু কল্পনা করো, যদি একটুখানি হলেও হয়ে উঠতো তেমন? তোমার দিকে- কারও মুখে খেলে যাওয়া একটিমাত্র মুহূর্তের এক চিলতে হাসি। কোনো পরিচিত সুবাস। কোনো সুমিষ্ট সুর বা কণ্ঠ।

যদি কিছু শুনতে পাও, কিছু মুক্ত করে দাও।

কণ্ঠ ১: মনে আছে? অ্যারেথা ফ্র্যাঙ্কলিনের বিদায়ে

যখন মানুষজন গানে মেতেছিল, ভিড় ঠাসা ট্রেনের কুঠুরিতে, অজস্র হৃদয়ের তালে?

কণ্ঠ ২: অপূর্ব দৃশ্য! প্রত্যেকের বিষাদের মাঝে ছিল হাসি।

কণ্ঠ ১: এটা তেমনই এক মুহূর্ত যখন বলতে চেয়েছিলাম শহরটাকে— “দেখেছো? এই তো তুমি, এটাই তোমার রূপ।”

কণ্ঠ ২: একেকটা ছোট্ট নিজ নিজ পৃথিবীগুলো- সব যেন একসাথে জনসমুদ্রে এসে মিলেছিল।

যদি কিছু শুনতে পাও, কিছু মুক্ত করে দাও।

যখন সিনেমা দেখতে যাই, পর্দায় দৃষ্টি ধরে রাখা কঠিন হয়ে উঠে। আমার কৌতূহল ঘুরে বেড়ায় আশেপাশের মুখগুলোর ভেতর—কেউ আলোয় জ্বলজ্বল করছে, কেউ বা ঢেকে আছে অন্ধকারে। সবাই তাকিয়ে আছে এক দিকে, এক চিন্তায়, এক আবেশে। যদি এমন করেই বারবার একসাথে তাকাতে পারতাম, হয়তো বদলে যেত- পরস্পরের প্রতি আমাদের অনুভূতিগুলো।

যদি কিছু শুনতে পাও, কিছু মুক্ত করে দাও।

এটি এমন এক স্থান যেখানে পরিচয়ের আঁচলে আমরা প্রশান্তি খুঁজে পাই। এখানে একসাথে টিকে থাকে আমাদের অস্তিত্ব।

যদি কিছু শুনতে পাও, কিছু মুক্ত করে দাও।

নীরবতায় ফিরে যাওয়াটা কিছু মানুষের মনে শ্রেষ্ঠ কোনো উপহারপ্রাপ্তির মতোই অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। কিন্তু আমাদের অন্যদের জন্য তা ঘরে ফেরার আহ্বানের মতোই ।

যদি কিছু শুনতে পাও, কিছু মুক্ত করে দাও।

আন্দোলন ২ | পরিবর্তন

অন্য একজন মানুষের দিকে খোলা মনে তাকানো- কী যে কঠিন অনুভূতি ! মাথা উঁচু করে তাকানো। হাত বাড়িয়ে দেওয়া। একসাথে দাঁড়ানো, কেবল পাশাপাশি নয়।

যদি কিছু শুনতে পাও, কিছু মুক্ত করে দাও।

এমন কিছুর কথা ভাবো যা তোমার দেহের সীমানা ছাড়িয়ে নতুন কোনো দিগন্তে দৃষ্টি দিতে শেখায়—যেন তা মনের ভেতরকার নানা দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি দিয়ে তোমাকে ধাবিত করে আবিষ্কার অথবা আনন্দের দিকে।

যদি কিছু শুনতে পাও, কিছু মুক্ত করে দাও।

কণ্ঠ ১: আমি যখন কারও সঙ্গে যানবাহনে চড়ি তখন তাদের দেখতে ভালো লাগে আর ভাবতে থাকি- হেডফোনে তারা কী শুনছে!

কণ্ঠ ২: একটা ছোট্ট মেয়ে দেখেছিলাম একদিন—তিন বা চার বছরের বেশি না এবং সে অন্য এক যাত্রীর ফোন থেকে ভেসে আসা গানে নেচে চলছিল।

কণ্ঠ ১: কি গান ছিল সেটা?

কণ্ঠ ২: “ড্রিম অন”। তুমি তো জানো—“আমাদের সঙ্গে গাও, ভয়কে সঙ্গে নিয়ে, হাসির তরে গাও, আর অশ্রুর তরে গাও।”

যদি কিছু শুনতে পাও, কিছু মুক্ত করে দাও।

এমন একটি পৃথিবী কল্পনা করো তো যেখানে তোমার ক্ষুদ্রতম মুহূর্তও অমূল্য—তোমার আনন্দ, তোমার শ্রম, তোমার বয়ে বেড়ানো বেদনা, আর ভালোবাসার অমলিন ভাষা। তোমার ঘর। তোমার জীবন। তোমার নাম ।

যদি কিছু শুনতে পাও, কিছু মুক্ত করে দাও।

PROJECT SCRIPT CONTINUES BELOW

এটা এমন এক জায়গা, যেখানে পুরোনো স্মৃতিগুলো আর ভয় জাগায় না। বরং এখানে আমরা একসঙ্গে স্মরণ করি।

যদি কিছু শুনতে পাও, কিছু মুক্ত করে দাও।

আমার ফুফু বলতেন, “সামনের দিকে তাকানো কঠিন, যদি সব কিছু এক রেখায় ভাবো।” আমি উন্নতির ধারণায় আটকে যেতে পারি। আমাদের শেখানো হয়—ইতিহাস একটি সরল রেখা, জীবনও তেমনি। কিন্তু যখন জীবনের দিকে তাকাও, তখন দেখতে পাও- এটি বিভিন্ন পথে বয়ে চলে।

যদি কিছু শুনতে পাও, কিছু মুক্ত করে দাও।

আন্দোলন ৩ | নির্মাণ

আমাদের চারপাশের অসংখ্য উপস্থিতির মাঝেও নানান পথ আছে- উপস্থিতি জানান দেওয়ার।

যদি কিছু শুনতে পাও, কিছু মুক্ত করে দাও।

কখনও কখনও অদৃশ্য কিছু ধারণা মানুষের বাড়িয়ে দেওয়া হাতকে পেছন থেকে টেনে ধরে। অদৃশ্য সেই ধারণাগুলোর কিছুর বাস্তবিক প্রভাব থাকে। আর কিছু ধারণার প্রভাব শুধুই জমে থাকে আমাদের মনের গভীরে।

যদি কিছু শুনতে পাও, কিছু মুক্ত করে দাও।

কণ্ঠ ১: আমরা কখনও কখনও একে অপরকে আগলে রাখি যদিও আমরা জানিই না- ঠিক কী ঘটছে?

কণ্ঠ ২: একবার, আমি বাসস্টপে দাঁড়িয়েছিলাম। একজন নারী আমার পেছন থেকে বলে উঠলেন—”নড়বে না, নড়বে না, নড়বে না,”তারপর তিনি হাত দিয়ে আমার পিঠে কিছুটা ঝাড়ে। আমি অবাক হয়ে যাই! হওয়ারই কথা, তাই না? কিন্তু তিনি আবার ফোনে কথা বলতে লাগলেন। হঠাৎ আবার অনুভব করলাম তার হাত আমার পিঠে। রেগে ফিরে তাকাতেই তিনি বললেন— ‘একটি মৌমাছি তোমার জামার ভেতর ঢুকতে চাইছিল!’ আমি বলি “ওহ!” কিন্তু পরে দেখি, ওটা শুধুই একটা গুবরেপোকা ছিল।

যদি কিছু শুনতে পাও, কিছু মুক্ত করে দাও।

ঘোষণা

একাকী কিংবা একসাথে— আমাদের সবার সামনে থাকে একই পথ বেছে নেওয়ার দ্বিধা: নির্মম হওয়া, অথবা হৃদয়বান হওয়া; উপেক্ষা করা, নয়তো প্রাণ খুলে শোনা; দায়িত্বের বোঝা কারো ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া, না-হয় এগিয়ে এসে সহায় হওয়া; নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া, অথবা যোগাযোগের হাত বাড়িয়ে দেওয়া।

যদি কিছু শুনতে পাও, কিছু মুক্ত করে দাও।

এটিই সেই স্থান যেখানে আমরা একসাথে চলি— কখনো অচিন্তিত মনের অজান্তে, কখনো আবার নিজেদের ইচ্ছাতেই। এখানে আমাদের নৃত্য চলে- এক ছন্দে, একসাথে।

যদি কিছু শুনতে পাও, কিছু মুক্ত করে দাও।

কখনো কখনো করণীয় কাজটি একেবারেই সরল স্বীকারোক্তির মতোই: আমি দেখেছি সেই ঘটনাটি। এটা সত্যিই ঘটেছিল। আর আমি আছি- এখানেই আছি!

যদি কিছু শুনতে পাও, কিছু মুক্ত করে দাও।

আন্দোলন ৪ | সংযোগ

মানুষের গল্পগুলোকে জটিলতার উৎস হিসেবেই জানার কৌতূহল ধরে রাখো – শুধু কোনো একটি দিনের সীমায়, একক কোনো কাজে, বা অবস্থানের সরল রেখায় সেগুলো যেন সীমাবদ্ধ না থাকে।

যদি কিছু শুনতে পাও, কিছু মুক্ত করে দাও।

তুমি হয়তো জিজ্ঞেস করবে- এমন কোন জিনিস যা আমাদের ভালো রাখে? আমি ভাবতে চাই—দুশ্চিন্তা ছাড়াও কিছু জিনিস আমাদের উদ্দীপ্ত করে, তাড়িয়ে বেড়ায়। বিশেষত যখন ভালো থাকা এতটাই সহজ, এতটাই স্বতঃস্ফূর্ত: একটি চেনা মুখের দিকে মাথা নাড়িয়ে সাড়া দেওয়া, কিংবা সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়ে দেওয়া। এই সহজ সত্যগুলো তো তোমার অজানা নয়।

যদি কিছু শুনতে পাও, কিছু মুক্ত করে দাও।

কণ্ঠ ১: তোমার মনোযোগ আর কল্পনার জন্য ধন্যবাদ।

কণ্ঠ ২: কল্পনা করো এমন এক পৃথিবী, যেখানে আমরা বয়ে চলি জলের মতো। জল যে পথেই বয়ে চলুক না কেন, সে নিজের পথ তৈরি করে নেয়— মানুষ তো এমনটাই বলে।

কণ্ঠ ৩: আমরা একসাথে কল্পনা করি যেন দেখতে পাই— অন্য সম্ভাবনাগুলো আমাদের থেকে ততোটা দূরে নয়, যতটা মনে হয়। আমাদের চিন্তা বা কর্ম সেগুলোকে ইতোমধ্যেই ধারণ করে আছে।

যদি কিছু শুনতে পাও, কিছু মুক্ত করে দাও।

CREATIVETIME MTA Arts & Design 40 Since 1985

ঘোষণা

তুমি যদি আমাকে কোনো পাঠ শেখাও, সেটি শিখতে আমার হয়তো সময় লাগে। কিন্তু যদি গান শোনাও, হয়ে যাই গায়ক এক নিমেষেই। আর তখন— আমরা গাইতে পারি একসুরে!

যদি কিছু শুনতে পাও, কিছু মুক্ত করে দাও।

এটি এমন এক জায়গা যেখানে (কিছু) ভিন্ন ভাবে শুনলে মনে হতে পারে তা কোনো উপহার, অথবা আমন্ত্রণ। আর আমরা একসাথে এখানেই শিখি।

যদি কিছু শুনতে পাও, কিছু মুক্ত করে দাও।

মনে রেখো: বলতে গেলে কোনো কিছুই চিরস্থায়ী নয়। না এই অনুভূতি, না এই মাস, না সুযোগ, না সীমাবদ্ধতা। হয়তো কেবল এটুকুই চিরন্তন—যেভাবে আমরা নিজেদের ধরে রাখি, আর একসাথে পথের সন্ধান করি। আর একেই আমরা বলি—পৃথিবী গড়া।

যদি কিছু শুনতে পাও, কিছু মুক্ত করে দাও।

creativetime.org/hear-free   mta.info/hear-free